আকবরের শাসনব্যবস্থা ঃ শাসন ব্যবস্থায় সম্রাট ছিলেন সর্বেসর্বা। সম্রাটের পরে স্থান ছিল ভকিল বা প্রধানমন্ত্রী। দেওয়ান বা উজীর ছিলেন অর্থ বা রাজস্ব বিভাগের প্রধান। মীরবকসী ছিলেন সামরিক প্রধান। সদর-উস্-সুদুর ছিলেন ধর্ম ও দাতব্য বিভাগের প্রধান। কাজি-উল-কাজাত ছিলেন প্রধান বিচারপতি। ধর্মনিরপেক্ষ বিচারককে বলা হত মীরআদল। মীরসামান ছিলেন সম্রাটের গৃহপরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। দিওয়ান-ই-বায়ুতাত ছিলেন কারখানা দেখাশুনোর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। দিওয়ান-ই-খালিসা (চাষযোগ্য জমি), দিওয়ান-ই-ট্যান (জায়গীর), মুসরিফ-ই-মুমালিক (মহা গণনিক), দারোগ-ই-ডাকচৌকি (পোস্টমাস্টার), মির-ই-আর্জ (দরখাস্ত), মির-ই-তোজক (অনুষ্ঠান দেখাশোনাকারী), মির-বাহরী (নৌকা ও জাহাজ), মীর-ই-মাল (রাজকীয় কোষাগার), মির-মঞ্জিল (ঘরবাড়ি), মীর আতিল (পদাতিক বাহিনীর প্রধান), ওয়াকিয়ানাবিশ (সংবাদ প্রেরক), কুফিয়া নবিশ (গোপন চিঠি লেখক) এবং কারকারাজ (গুপ্তচর)। এছাড়া মনসবদারদের দেখার জন্য ছিল দিওয়ান ও বক্শী নামক কর্মচারী।

আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে ১৫টি (মতান্তরে ১২টি) সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেন। শাহজাহানের সময় সাম্রাজ্য ১৯টি সুবায় ভাগ হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

সুবার শাসনকর্তাকে সুবাদার বা সিপাহসলার বলা হত। সুবাদার ছাড়াও প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে দেওয়ান থাকতেন। প্রত্যেকটি সুবা কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেকটি সরকার কয়েকটি পরগনায় এবং প্রতিটি পরগনা কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিন ধরনের রাজস্ব পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। যথা যাবত বা যাবতি বা দহশালা, গাল্লাবক্স এবং নাক্স। যাবত বা যাবতি বা দহশালা ব্যবস্থার জন্যই টোডরমলের খ্যাতি। যাবত বা যাবতিব্যবস্থা অনুসারে জমির উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করে জমিকে ৪ভাগে ভাগ করা হয় যথা পোলাজ (যে জমিতে সারাবছর চাষ হয়), পরৌতি (যে জমি কিছুকাল চাষের পর উর্বরতার জন্য ফেলে রাখা হয়), চাচর (যে জমি ৩, ৪ বছর পতিত রাখা হয়) এবং বানজার (কৃষি কাজের অনুপযুক্ত জমি)। প্রথম তিন প্রকার জমিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন প্রকারে ভাগ করে গড়পড়তা ১/৩ ভাগ রাজস্ব স্থির হত। রাজস্ব নগদ টাকা বা শস্যে দেওয়া যেত। যাবতি এই ব্যবস্থা বিহার, এলাহাবাদ, মালব, অযোধ্যা, দিল্লি, লাহোর, মুলতান, রাজপুতানা এই আটটি প্রদেশে চালু ছিল। গাল্লাবক্স বা বাতাই প্রথা অনুসারে জমি জরিপ করা হত না। উৎপন্ন ফসলের ১/৩ ভাগ সরকারকে দিতে হত। এই ব্যবস্থা সিন্ধু প্রদেশ, কাশ্মীর, কান্দাহার ও কাবুলে প্রচলিত ছিল। নাক্স প্রথা অনুসারে মোটামুটি একটি অনুমান ভিত্তিক রাজস্ব স্থির হত, জমি জরিপ করে বা উৎপাদিকা শক্তির উপর নয়। এই ব্যবস্থা কাথিয়াবাড়, বাংলাদেশ ও গুজরাটে চালু ছিল। গ্রামস্তরে রাজস্ব আদায় করত পাটোয়ারি। পরগনা স্তরে রাজস্ব আদায় করত কানুনগো এছাড়া কানুনগো তাকাভি ঋণ দানে কৃষকদের সাহায্য করত। সরকার বা জেলাস্তরে খাজনা আদায় করত আমিল, তাঁকে সাহায্য করত কারকুন (Accountant) ও খাজানদার (কোষাধ্যক্ষ)। প্রদেশের রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন দেওয়ান।

আকবর মনসবদারী প্রথা চালু করেন ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। মনসবদার কথার অর্থ হল পদমর্যাদা। শুরুতে ৬৬ টি স্তরে মনসবদারেরা বিভক্ত ছিলেন কিন্তু বাস্তবে তা ছিল ৩৩টি স্তরে বিভক্ত। মনসবদাররা ৫০০০—১০০০০ যে-কোনো পরিমাণ সৈন্য রাখতে পারত। যুবরাজদের জন্য ছিল ৫০০০ এর বেশি মনসব। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের জন্য ছিল ১০০০০ মনসব। আকবর ১২০০০ মনসব পদের সৃষ্টি করেন মানসিংহ ও মির্জা আবদুল আজিজ এর জন্য। ৫০০ এর বেশি মনসবদারকে বলা হত আমীর। মনসবদার পদের সঙ্গে 'জাত্' ও 'সওয়ার' শব্দ দুটি জড়িয়ে আছে। এই দুটি কথার প্রকৃত অর্থ নিয়ে গবেষকদের মত পার্থক্য রয়েছে। মোট কথা, জাত্ ছিল মনসবদারের নিজ পদ মর্যাদাসূচক শব্দ এবং সওয়ার ছিল সেই মনসবদারের অধীনস্থ সেনার সংখ্যাবাচক পদমর্যাদা সূচক শব্দ। আকবর দাগ ও হুলিয়া প্রথা চালু করেন। ঘোড়ার গায়ে চামড়া পুড়িয়ে ক্রমিক নম্বর দেওয়া হত একে বলে দাগ। হুলিয়া ছিল সৈনিকদের দৈনিক বিবরণ লিখে রাখা। মুঘল যুগে জায়গীর প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জমা ও হাসিল।

Scanned with CamScanner